দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬/৭/২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৬...

ইবিতে ৪ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি ॥ আগামী মাস থেকে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হয়ে যেতে পারে

ইবি সংবাদদাতা ॥ বিভিন্ন সময়ে অনিয়ম দুর্নীতি ও অতি নিয়োগের ফলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে বর্তমানে চার কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী মাস থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সংঘাত, সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্ধারিত ক্ষতি হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা।

শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্তে এ যাবৎ ১৩৩টি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে যার অধিকাংশ কমিটিই আজ পর্যন্ত কোন রিপোর্ট জমা দেয়নি। আর্থিক অব্যবস্থাপনা রোধের জন্য ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী সরকারী অডিট টিম সর্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত ২২৬টি অডিট আপত্তি ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। তাছাড়া যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নেই সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট চ্যান্সেলরের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্ট ১৯৮০ অনুযায়ী কোন শিক্ষককর্মকর্তাকে চাকরি থেকে অপসারণের জন্য চ্যান্সেলরের অনুমোদন প্রয়োজন। শিক্ষা ছুটি শেষ করে বেশ কিছু শিক্ষক বিদেশে অননুমোদিতভাবে অবস্থান করলেও চ্যান্সেলরের অনুমোদন না থাকায় তাদের চাকরি থেকে বিমুক্ত করা যায় না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি বিধি, পেনশন স্ট্যাটিউট ১৯৯০ সালে চ্যান্সেলরের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলেও এ পর্যন্ত কোন জবাব আসেনি। বিভিন্ন সময়ে ৩০টি কম্পিউটার ও ই-মেইল যন্ত্রাংশ চুরি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে অগ্নিসংযোগ, ছাত্রদের বেপরোয়া ভাঙচুর ও ঠিকাদারের দুর্নীতির দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্ধারিত খরচ বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা নানাবিধ জটিলতার শিকার হচ্ছে। ১৮টি বিভাগের ১৪টিতেই সেমিনার লাইব্রেরি নেই। গ্রন্থাগারে বই পুস্তক ও সাময়িকীর বর্তমান মজুদ সংখ্যা ৫৯,৭১০ খানা। শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ ১৯৯৯ সালে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩৯ লাখ ৮৭ হাজার টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক '৯৯ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে পৌনপুনিক, উন্নয়ন, গবেষণা ও অন্যান্য খাতে মঞ্জুরি হিসাবে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ ২৫৪৫ দশমিক ৩৭ লাখ টাকা ছিল। প্রস্তাবিত মেডিক্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি খোলার ব্যাপারে ফাইল ওয়ার্ক পর্বের কাজ হলেও আর্থিক সমস্যার কারণে তা পড়ে আছে দীর্ঘদিন। প্রতিবছর বই কেনার জন্য অল্প পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকায় বিজ্ঞান অনুষদ, বিবিএ অনুষদ ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজ বন্ধ না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ